গ্রিল কেটে দরজা ভেঙে খুনের চেষ্টা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ আবারও পুলিশের পরিচয় দিয়ে বাড়িতে ঢুকে গুলি চালানোর ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল হুগলির শ্রীরামপুরে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার ভোররাতে শ্রীরামপুর থানার অন্তর্গত বিবিরবেড় এলাকায়। এই ঘটনায় অজয় রায়ভৌমিক ওরফে দেবু (৩৮)কে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। পরে গুলিবিদ্ধ অজয়কে ভোররাতেই আশঙ্কজনক অবস্থায় প্রথমে শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতির কারণে সেখান থেকে তাঁকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযোগ, শনিবার পরিবারসহ বাড়িতেই ছিলেন অজয়বাবু। পাশের ঘরে শুয়েছিলেন ভাই পিন্টু ও ভাইয়ের বউ স্বপ্না। ভোররাতে তাঁরা হঠাৎ দরজার বাইরে বারান্দার গ্রিলে গেটে ধাক্কার শব্দ পান। গ্রিলে ধাক্কার শব্দে ঘুম ভেঙে যায় মা পূর্ণিমা রায় ভৌমিকের। তিনি 'কে' জিজ্ঞাসা করলে বাইরে থেকে জানানো হয় তারা শ্রীরামপুর থানা থেকে এসেছে, পুলিশ। দরজা খুলতে বলা হয়। এতেও পূর্ণিমাদেবী দরজা খোলেননি। তিনি জানান, দু-একবার দরজা খোলার কথা বলার পরেই গ্রিলের গেট ভেঙে সোজা বারান্দায় এসে হাজির হয় দুষ্কৃতীরা। তারপর দরজা ভেঙে সোজা ঘরের ভিতর ঢোকে। প্রথমে পূর্ণিমাদেবী, পিন্টু এবং তাঁর স্ত্রীকে টেনে বাইরে নিয়ে আসে। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে হাজির হয় দুষ্কৃতীরা। ততক্ষণে ঘুম থেকে উঠে পড়েছে অজয়। তাঁর স্ত্রী সোমাদেবী ও তাঁর ১০ বছরের মেয়ে ঈশিকাকে টেনে ঘরের বাইরে বের করে দেওয়া হয়। চিৎকার চেঁচামেচির শব্দে আশেপাশের বাড়ি থেকে বাসিন্দারা উকিঝুঁকি মারতে শুরু করেন। এবার বাইরের ও স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্দেশ্য করে শুরু হয় হুমকি। বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে দুষ্কৃতীরা হুমকির স্বরে চিৎকার করে বলে বাড়ি থেকে বের হলে খুন করে ফেলা হবে। ওদিকে ঘরের ভিতর অজয়কে মাটিতে পেলে মারধর চালাতে থাকে। সোমাদেবী বলেন, বাড়ির সমস্ত সদস্যকে টেনে হেঁচড়ে বাড়ির বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছিল। মেয়েটা ওর বাবাকে বাঁচাতে বার বার ঘরে ঢুকেছে। ভিতরে গিয়ে দুষ্কৃতীদের পায়ে ধরে বাবার প্রাণ ভিক্ষা করেছে। ছোট্ট ইশিকা এত করে বলার পরেও ওরা তার কোনও কথা শোনেনি। ওর চোখের সামনেই বাবাকে গুলি করে। পরে অজয়ের মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য ঘরের ভিতরেই অজয়কে লক্ষ্য করে বোমাও মারে। পরে ব্যাপক বোমাবাজি করতে করতে এলাকা ছাড়ে দুষ্কৃতীরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দা সূত্রে খবর, এধরনের ঘটনা ঘটার ইঙ্গিত মিলেছিল শনিবার রাতেই। কারণ এদিন গভীর রাত পর্যন্ত দুষ্কৃতীদের আনাগোনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, আগে অজয়ের নাম পুলিশের খাতায় একাধিক অভিযোগ ছিল। নানা অসামাজিক কাজকর্মের জন্য একাধিকবার তাকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল। তখন সে স্থানীয় তারাপুকুর এলাকার কুখ্যাত দুষ্কৃতী সন্দীপের সকরেদ হিসাবে পরিচিত ছিল। যার ফলে এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে স্থানীয় দুষ্কৃতী যীশুর গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের শত্রুতা চরমে উঠেছিল। সম্প্রতি অজয় বাড়ির কাছেই বিবিরবেড় এলাকায় একটি চায়ের দোকান চালাত। একই সঙ্গে জমির ও বাড়ির দালালির কাজও করত। গত বছরখানেক ধরে অজয়ের বিরুদ্ধে তেমন কোনও অভিযোগ ছিল না পুলিশের কাছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, পুরানো শত্রুতার জেরেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

ঘোষণার পরেও পুরস্কার থেকে বঞ্চিত, বিড়ম্বনার শিকার আশাকর্মী

সঞ্জীব ঘোষ, গোঘাট ঃ হুগলির গোঘাট থানার বেঙ্গাই চৌমাথার মোড়ে ৮ জানুয়ারি এক ভারসাম্যহীন মহিলা একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। এই ঘটনার কথা জানতে পেরে ওই এলাকার বাসিন্দা আশাকর্মী কবিতা মুখার্জী তিনজন স্থানীয় মহিলাকে নিয়ে বাড়ি থেকে প্রয়োজনীয় পোষাক এনে ওই মহিলাকে পরিচর্যা করেন। তারপর কামারপুকুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এই ঘটনার কথা মিডিয়ার মাধ্যমে প্রশাসনের কাছে পৌঁছায়। রাজ্য মহিলা কমিশন কবিতা মুখার্জীকে সম্বর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তাই কবিতাদেবীকে একটি চিঠির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে ১১ মার্চ কলকাতার বিধাননগর জলসম্পদ দপ্তরে একটি অনুষ্ঠানে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। তাঁর সেই পুরস্কার পেতে চলার খবর বিভিন্ন সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়। কবিতাদেবী যে পুরস্কার পেতে চলেছেন এই বিষয়টি সকলের সামনে প্রকাশ্যে আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই পুরস্কার নিয়ে শুরু হয় জলঘোলা। একজন সিভিক পুলিশ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানান। তাঁর অভিযোগ, কবিতাদেবীর পাশাপাশি আরও দুজনকে পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু কবিতাদেবীর নির্বাচন সঠিক হলেও বাকি নির্বাচন নিয়ে তাঁর আপত্তি আছে। এরপরেই কবিতাদেবীসহ তিনজনেরই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে যায়। বর্তমানে কবিতাদেবী বিভিন্ন সময়ে আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে ঘনিষ্ঠদের কাছে নানারকম প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছেন। এতে তিনি খুবই বিড়ম্বনার মুখে পড়ছেন। তাই তাঁর বক্তব্য, কেন বিষয়টি এমন হল আমি বুঝতে পারছি না। কাকে কি উত্তর দেব বুঝে উঠতে পারছি না। ভালো কাজ করে পুরস্কার পেলে সত্যই খুব ভালো লাগে। কিন্তু পুরস্কার পেয়েছি জানার পর সেই পুরস্কার না পেলে খুবই কষ্ট হয়। আমার ক্ষেত্রে সেরকম ঘটল। জানি না আদেও সেই পুরস্কার কখনও হাতে এসে পৌঁছাবে কিনা।

গাছ লাগানো নেশা শিক্ষক সুকুমারবাবুর

অভিজিৎ মুখার্জী ● আরামবাগ

বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন সখ থাকে। নিজস্ব পেশার বাইরেও তাঁরা সেই সখকে সারা জীবন লালনপালন করে থাকেন। এমনই একটি সখ হল গাছ লাগানো। অনেকেই সারা বছর সময় পেলেই এখানে ওখানে গাছ লাগিয়ে বেড়ান। এতে পরিবেশের যেমন উপকার হয় তেমনি নিজেও মানসিক আনন্দ পান। আগেই এধরনের দুই মানুষের কাহিনী আমরা জেনেছি। তাঁদের একজন হলেন গোঘাটের অসিত মুখার্জী আর অন্যজন হলেন খানাকুলের বীরলোকের আনন্দ খাঁ। অসিতবাবু পেশায় পোস্ট অফিসের এজেন্ট। অন্যদিকে আনন্দবাবু পেশায় দপ্তরী। এবার আরও একজনের খোঁজ পাওয়া গেল। তিনি হলেন আরামবাগ গৌরহাটী মোড়ের বাসিন্দা সুকুমার আটা। তিনি পেশায় শিক্ষক। আরামবাগের কেশবপুর মহেন্দ্র ইন্সটিটিউশনে রসায়ন পড়ান। পড়ানোর বাইরেও তাঁর নেশা গাছ লাগানো। বিশেষ করে অনেক পাতাওয়ালা গাছ লাগাতেই তিনি বেশি পছন্দ করেন। এর জন্য তিনি বেশি করে বটগাছ লাগান। চলার পথে রাস্তার ধারে কোথাও বটগাছের চারা অযত্নে পড়ে থাকতে দেখলে তিনি তা তুলে নিয়ে এসে বাড়িতে পরিচর্যা করে বড় করে তোলেন। তারপর একদিন সেই বটচারা একটি সঠিক জায়গা নির্বাচন করে রোপণ করে দেন। এভাবে তিনি ইতিমধ্যেই প্রায় ৩০টি বটগাছ বিভিন্ন এলাকায় বড় করে তুলেছেন। নিজের স্কুল চত্বর ছাড়াও শ্মশানে, নদীর ধারে, বাসস্টপেজের ধারে, রাস্তার ধারে এই সমস্ত গাছ তিনি লাগান। তবে শুধু বটগাছই নয়, ছাতিম, দেবদারু, হনুমান লাঠি ইত্যাদি গাছও তিনি বসান। এখানেই তাঁর কর্তব্য শেষ নয়। সেই গাছকে তিনি ধীরে ধীরে বড়ও করে তোলেন। আগে একাই এই কাজ করতেন। এখন স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক সনৎকুমার পালও তাঁকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। ফলে কাজটা এখন কিছুটা হলেও সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে বটগাছের প্রতি তাঁর এত টান কেন? সুকুমারবাবু জানালেন, বটগাছ খুব বড় গাছ। অসংখ্য পাতা। ফলে অক্সিজেনও অনেক বেশি দেবে। তাই মানুষের উপকারও অনেক বেশি হবে। এজন্যই বটগাছ লাগানো একটু বেশিই পছন্দ করেন। আর এর জন্য তিনি নিজের বাড়ির ছাদেই একটি নার্সারি তৈরি করে ফেলেছেন। সেখানে টবে বটসহ বিভিন্ন গাছের চারা এনে জল, সার ইত্যাদি দিয়ে বড় করে তোলেন। তারপর সময় মতো নির্দিষ্ট জায়গায় বসিয়ে তার চারদিকে বেড়ার ব্যবস্থা করে বড় করে তোলেন। এভাবেই দিন কেটে যায় সুকুমারবাবুর। তিনি জানালেন, আজীবন এই কাজ তিনি করে যেতে চান। এতে যদি মানুষের একটুও উপকার হয় তাহলেই তিনি খুশি।

পুরশুড়ায় পিংপং ক্রিকেট

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরশুড়া ঃ হুগলির পুরশুড়ার ভাঙামোড়া বাখরপুর মিলন সংঘের উদ্যোগে স্থানীয় নেতাজী ক্লাবের মাঠে অনুষ্ঠিত হল একদিনের পিংপং ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ১৬টি দল। এগুলি হল গোপীনাথপুর কালীমাতা ক্লাব, জঙ্গিপুর কালীমাতা ক্লাব, নিশ্চিন্তপুর শিবদুর্গা ক্লাব, কুলবাতপুর কালীমাতা ক্লাব, কাঁড়ারিয়া বিবেকানন্দ ক্লাব, ভাঙমোড়া আমরা সবাই ক্লাব, দেউলপাড়া প্রণয় সংঘ, দুলালবাটী মহাদেব স্মৃতিসংঘ, দুলালবাটী স্টার যুব শক্তি সংঘ, শিয়ালী সবুজ সংঘ, কালিকাপুর বিবেকানন্দ তরুণ সংঘ, শিয়ালী মনসামাতা ক্লাব, বৈকুণ্ঠপুর মনসামাতা ক্লাব, রামপুর ইয়ংস্টার ক্লাব, গোপীনাথ তরুণ সংঘ এবং নারায়ণপুর সেভেন স্টার ক্লাব। এই প্রতিযোগিতাটি নৈশলোকে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

নির্মল বাংলার বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ মিশন নির্মল বাংলার বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে রবিবার হুগলির আরামবাগ শিশুউদ্যানে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করে সূচনা করেন আরামবাগ বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা ও পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ মহকুমার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিনের অনুষ্ঠানে নাচ, গান, বাউল সংগীতের মধ্যে দিয়ে দিনটি পালন করা হয়। উল্লেখ্য, এই ৩০ এপ্রিলই নির্মল বাংলার সূচনা হয়েছিল।

গরমেও পরিষেবা দিচ্ছে আরামবাগ ব্লাডব্যাঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ প্রতিবছর গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা রাজ্যে ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে রক্তের সংকট দেখা দেয়। হুগলির আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালেও তার ব্যতিক্রম ঘটে না। কারণ এই সময় প্রচণ্ড গরমে কেউ তেমন একটা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে চান না। বেশিরভাগ রক্তদান শিবিরই অনুষ্ঠিত হয় শীতকাল বা অন্যান্য সময়ে। অনেকেই গরমের জন্য এই সময়টিকে এড়িয়ে যেতে চান। কিন্তু এবছর এখনও পর্যন্ত আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে তেমন কোনও রক্তের সমস্যা নেই। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, বছরের অন্যান্য সময়ে যেমন পর্যাপ্ত রক্ত মজুত থাকে ঠিক তত পরিমাণ রক্তই এখনও মজুত আছে। তাই কোনও রোগীরই পরিষেবা পেতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, সাধারণত এই হাসপাতালে প্রতিমাসে ৫০০ ইউনিটের মতো রক্ত লাগে। এর মধ্যে ৩৫০ ইউনিট রক্ত লাগে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য। প্রতি মাসে গড়ে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় ১৮-২০টি। অন্যান্য বছর গ্রীষ্মকালে এই সংখ্যাটা কিছুটা কমলেও এবার তেমন কোনও পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না। উল্লেখ্য, আরামবাগ হাসপাতাল ছাড়াও মহকুমার ৩৪টি নার্সিংহোম এবং আশেপাশের এলাকা থেকেও বেশ কিছু রক্ত আরামবাগ ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে সরবরাহ করা হয়। অর্থাৎ এই হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের উপরেই আরামবাগ মহকুমার সমস্ত রোগীর পরিষেবা নির্ভরশীল। অতীতে দেখা গেছে, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পাশাপাশি সিপিএমের যুব সংগঠন ডি ওয়াই এফ আই প্রায় নিয়ম করে প্রতি মাসে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করত। এছাড়াও হাসপাতালের রক্তের প্রয়োজন হলেও খুব অল্প নোটিশেই তারা রক্তদান শিবির করে রক্তের যোগান দিত। কিন্তু বর্তমানে ডি ওয়াই এফ আই সারা বছরে এই মহকুমায় এক-দুটির বেশি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে না। সেক্ষেত্রে রক্তের যোগানে একটা সংকট দেখা দিত পারত। কিন্তু বর্তমানে তৃণমূলপন্থী বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠন যখনই কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তখনই পাশাপাশি একটি রক্তদান শিবিরও করে থাকে। এছাড়াও তৃণমূলের বিভিন্ন কর্মসূচী বা প্রতিষ্ঠা দিবস ইত্যাদি ক্ষেত্রেও রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের মধ্যেও এধরনের শিবিরের আয়োজন করার প্রবণতা বেড়েছে। সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রেও অনেকে রক্তদান শিবির করছে। এরফলে যেভাবে গরমের সময় রক্তের সংকট দেখা যেত এবার আর তা নেই। এবিষয়ে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতাল সুপার শিশির কুমার নস্কর জানান, বর্তমানে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে পর্যাপ্ত রক্ত মজুত আছে। রোগীদের পরিষেবা দিতে কোনও অসুবিধা নেই। তবে পাশাপাশি তিনি মহকুমার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও যুব সম্প্রদায়কে রক্তদান শিবির আয়োজন এবং রক্তদান করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

গণেশপুর-নতিবপুরে স্থায়ী সেতুর দাবি

সৌরভ রায় ● খানাকুল

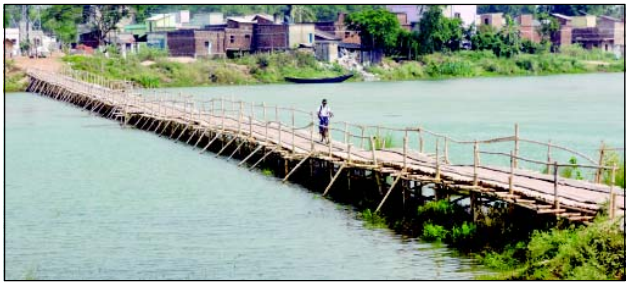

হুগলির খানাকুল থেকে হাওড়া-কলকাতাসহ অন্যান্য জায়গায় যাতায়াত করার জন্য সব থেকে সহজ ও কম সময়ের যাতায়াতের রাস্তা হল গণেশপুর থেকে মুন্ডেশ্বরী নদী পার হয়ে নতিবপুর দিয়ে যাতায়াত করা। তাই খানাকুল এলাকার বেশিরভাগ মানুষ এই পথটি ব্যবহার করে কলকাতা- হাওড়া, উলুবেড়িয়ার মতো জনবহুল এলাকায় যাওয়া আসা করেন। অন্য রাস্তার থেকে তুলনামূলক অনেক কম সময়ে কলকাতায় যাওয়া যায় বলে অনেক সময় অসুস্থ ও মুমূর্ষু রোগীর আত্মীয়রাও এই রাস্তা দিয়ে রোগীকে নিয়ে যান বলে খবর। কিন্তু মুন্ডেশ্বরী নদীর উপর বালিগোড়ি থেকে নতিবপুর পর্যন্ত জায়গায় বাঁশের তৈরি সাঁকো থাকায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষকে চলাচল করতে হয় বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। জানা গেছে, নদীর জল একটু বাড়লেই এই বাঁশের পলকা সাঁকো খুলে নেওয়া হয়। তখন একমাত্র উপায় নৌকার উপর নির্ভর করে থাকা। খানাকুল এলাকা বন্যাকবলিত হওয়ায় বছরের বেশিরভাগ সময়ই নৌকার উপর নির্ভর করে যাতায়াত করতে হয় মানুষকে। শুধু তাই নয়, স্থানীয় বালিগোড়ি, গণেশপুর, বাঁকানগর, রঞ্জিৎবাটি প্রভৃতি এলাকায় কয়েকশ স্কুল ছাত্রছাত্রীও একইভাবে স্থানীয় নতিবপুর স্কুলে যাতায়াত করে বলে খবর। অন্যদিকে নতিবপুর, বলপাই, পিপড়াখোল প্রভৃতি এলাকার ছাত্রছাত্রী থেকে সাধারণ মানুষদেরও একইভাবে খানাকুল থানা, ব্লক সহ আরামবাগ বা তারকেশ্বরের মতো এলাকায় যাতায়াত করতে হয় বলে জানা গেছে। প্রত্যহ প্রায় ৫ হাজার মানুষ এই সাঁকো পেরিয়ে যাতায়াত করেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে নৌকাডুবি, সাঁকো থেকে পড়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও প্রায়শই ঘটে বলে দাবি এলাকাবাসীর। এছাড়াও নতিবপুর ব্লকপ্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি রোগীদের পরিষেবাও এর জন্য ব্যাহত হয় বলে এলাকাবাসীর দাবি। তাঁদের মতে, নদী পারাপারের জন্য সঠিক সময় রোগীকে নিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়া যায় না। পাঁচ কিমি ঘুরে হরিশ্চকে কাঠের পোল পেরিয়ে তবেই যাতায়াত করতে হয় তাঁদের। তাই এই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই একটি ব্রিজ তৈরির দাবি জানিয়ে আসছেন খানাকুলের মানুষ। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানানো সত্ত্বেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে ক্ষোভ এলাকাবাসীর।

ঘটনাপ্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা সহদেব কর্মকার বলে, প্রশাসনের বিভিন্ন জায়গায় বার বার এবিষয়ে জানানো হয়েছে। কিন্তু কেউ কোনও গুরুত্বই দেয় না। ভোটের সময় সবার দেখা মেলে। কিন্তু ভোট মিটতেই সব শেষ। সাধারণ মানুষের জন্য কেউ ভাবে না। এদিকে খানাকুল ২নং বিডিও সুজিৎকুমার রায় বলেন, বিষয়টি নিয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। ওই এলাকায় ব্রিজ তৈরির জন্য ইতিমধ্যে মাপজোপের কাজও শুরু হয়ে গেছে। খুব দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে।

মগরায় ছাত্রী উদ্ধার, গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ হুগলির মগরার ত্রিবেণী থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ছাত্রীকে বর্ধমান স্টেশন থেকে উদ্ধার করল বর্ধমান জি আর পি। এই ঘটনায় এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। আগেই ছাত্রীর পরিবার মগরা থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেন। এরফলে বর্ধমান জি আর পি অভিযুক্ত যুবক ও ছাত্রীকে মগরা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ধৃত ওই যুবকের নাম অভিজিৎ চ্যাটার্জী। মগরা থানা ধৃত অভিজিৎ চ্যাটার্জীকে রবিবার চুঁচুড়া আদালতে তোলে। ধৃতের বিরুদ্ধে অপহরণ ও যৌন নির্যাতনের মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য, গত ২৩ তারিখে প্রাইভেট পড়তে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি বাগাটি রামগোপাল হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ওই ছাত্রী।

নিরোগ ডায়গনষ্টিক
আরামবাগ, কোর্ট রোড, হুগলী
Ph. 03211-256950, Mob. 9732843677
স্পাইরাল 3D মাল্টিস্লাইস
সিটিস্ক্যান